International Journal of Applied Research 2021; 7(2): 78-81

ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(2): 78-81
www.allresearchjournal.com
Received: 07-12-2020
Accepted: 09-01-2021

অরুণ কুমার সিংহ
প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক কাশিপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় পুরুলিয়া : পশ্চিমবঙ্গ

Corresponding Author:
অরুণ কুমার সিংহ
প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক কাশিপুর মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয় পুরুলিয়া : পশ্চিমবঙ্গ

ভারতে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব : ভাবনা ও সম্ভাবনা

অরুণ কুমার সিংহ

সারসংক্ষেপ
বর্তমান দিনে সরকারকে উন্নত নাগরিক পরিষেবা দিতে গিয়ে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। যেমন কাজে দীর্ঘসূত্রিতা, দক্ষ প্রযুক্তিবিদ্যর অভাব, সর্বোপরি পর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থানের স্বল্পতা। যা সরকারের কাছে স্বপ্ন পূরণের পথে একটা বড় প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর এই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের একমাত্র পথ হলো বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে পথ চলা। ফলে গড়ে উঠেছে Risk sharing between public sector and private sector এর মানসিকতা। যেখানে সরকার একদিকে যেমন উন্নত নাগরিক পরিষেবা দিতে পারছে দক্ষতার সাথে, ঠিক অপরদিকে বেসরকারি সংস্থাগুলো ভারতীয় সুলভ শ্রম শক্তির বাজারকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলছে উন্নত মুনাফার পাহাড়, সরকারি ছত্রছায়ায় থেকে। আর এই সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের গাঁট বন্ধনকে আরো শক্তিশালী করার জন্য সরকার গড়ে তুলেছে : পিপিপি সেল, ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড, পিপিপি টুলকিট। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক গুলোকেও সরকার এই বিষয়ে এগিয়ে আসতে অনুরোধ করেছে। যার ফলে জিন্দাল তমন্নার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কৃষ্ণপট্টনম আল্ট্রা মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্পের ন্যায় উন্নত বিদ্যুৎ প্রকল্প গড়ে উঠেছে। স্বাভাবিকভাবেই ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের এক বিরাট সম্ভাবনাময় প্রাঙ্গণ। সেইসঙ্গে সরকারের এই বিষয়ে উন্নত ভাবনা শুধু ভারতীয় বিনিয়োগকারীদের নয়, বিদেশী বিনিয়োগকারীদের কাছে ভারত বর্ষ হয়ে উঠেছে বিনিয়োগের অন্যতম কেন্দ্র।

বিষয় সূচক শব্দাবলী: দীর্ঘসূত্রিতা, অংশীদারিত্ব, গতিশীলতা, বাজেট, বিদেশি উদ্যোক্তা, দীর্ঘ মেয়াদী মুনাফা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন, ভায়াবিলিটি গ্যাপ তহবিল, ইত্যাদি

ভূমিকা
আজ অর্থাৎ একবিংশ শতকে শুরুতে ভারতবর্ষ কাঠামোগত বিকাশের জন্য হুড়োহুড়ি করছে। তা বাস্তবায়িত করার জন্য ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকার, সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থাগুলোকে সাথে নিয়ে অনুশীলন করছে ভবিষ্যতের উন্নত ভারত তৈরি জন্য। এই সহযোগিতাকে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব বলা হয়। সহজ কথায় সরকার যখন অনেক বড় কোন প্রকল্প হাতে নেয় তখন অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। কিন্তু বাজেট স্বল্পতার জন্য সরকার নিজে থেকে প্রকল্পের সমস্ত অর্থ প্রদান করতে সক্ষম হয় না। ফলে সরকারকে স্বাভাবিক ভাবেই বাইরে সাহায্যের জন্য হাত বাড়াতে হয়। সে ক্ষেত্রে দুটো বিকল্প থাকে হয় আন্তর্জাতিক ব্যাংক বা অনুরূপ কোন সংস্থা থেকে ঋণ নেওয়া বা দেশের মধ্যে কোন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের থেকে ঋণ গ্রহণ। এক্ষেত্রে সরকার দ্বিতীয় পছন্দটিকে প্রাধান্য দেয়। আন্তর্জাতিক ব্যাংক বা অনুরূপ সংস্থা থেকে অর্থের যোগান নিতে সম্মত হলে তাতে যেমন চড়া সুদের ভয় থাকে ঠিক তেমনি অপর দিকে থাকে এমন সব বুদ্ধি সম্পন্ন শর্ত যা পালন করা সরকারের পক্ষে খুবই কষ্টসাধ্য। এক্ষেত্রে সরকার দেশের কোন প্রতিষ্ঠানকে ওই প্রকল্পের অংশীদার বানিয়ে তাদের কাছ থেকে যদি অর্থের সংস্থান করে, তাহলে সুদের উচ্চ হারের যেমন ভয় থাকে না ঠিক তেমনি থাকবেনা কষ্টকর শর্তপালনে অঙ্গীকার। আর এই ভাবেই সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা যৌথ ভাবে ভারতের জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য ও সহযোগিতা করার যৌথ প্রচেষ্টা করে। আর এই প্রচেষ্টাকে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব বলে।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব হচ্ছে নব জনপ্রশাসনের একটি আধুনিক সংযোজিত বিশেষ রূপ। যা দীর্ঘমেয়াদি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রশাসনের চলার পথকে আরও গতিশীল ও মসৃণ করে তোলে। বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে কার্যত এগিয়ে আসতে দেখা যায়। আমরা এই বিষয়ে

সরকারের সঙ্গে বেসরকারি সংস্থার একটা বোঝাপড়া, একটা বিশেষ চুক্তিবদ্ধ রূপকে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট ও পরিষ্কারভাবে দেখতে পাই। এর চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত হিসেবে আমরা বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের বড় বড় স্থাপতি, অবকাঠামোর উন্নয়ন ও নবনির্মাণ এর কথা অনায়াসেই তুলে ধরতে পারি। জনপ্রশাসনের অবকাঠামো খাতে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। যা জনগণের মনকে অতি সহজেই স্পর্শ করে জনগণকে উন্নত পরিষেবা দেবার পাশাপাশি তাদের মুনাফার দিকটিকে দিনের পর দিন বাড়িয়ে যাচ্ছে বৈধতার মাপকাঠির অন্তরালে থেকে। সরকার ও দেখছে তার ব্যয় কমছে কিন্তু পরিষেবা মূলক কাজ আগের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পাচ্ছে উন্নত গুণমানের সাথে। শুধু তাই নয়, যা যথেষ্ট উন্নয়ন পরিষেবার ডালি সাজিয়ে জনগণের সামনে নিজের উপস্থিতি জাহির বা জানান দিচ্ছে। সরকার দেখছে যে বাৎসরিক সহস্রাধিক জনগণের উন্নয়নমূলক পরিষেবার বাস্তবায়ন একা তার পক্ষে সামলানো সম্ভব নয় বা খুবই কঠিন ব্যাপার। যদি এ ব্যাপারে একজন দক্ষ সঙ্গী পাশে থাকে ; তাহলে তার হাত ধরে উন্নয়নের অনেকটা রাস্তা একসাথে যাওয়ার পর, দেখা যাবে এর সুফল হিসেবে অনেকগুলো নির্মাণ নিদর্শনস্বরূপ দাঁড়িয়ে আছে ছেড়ে আসা পথে। সরকার একা যদি উন্নয়নমূলক কাজে হস্তক্ষেপ করে তাহলে সেখানে দেখা যায় স্বজনপোষণ, কাজে গাফিলতি, দীর্ঘসূত্রিতা এবং সর্বশেষে ঝুঁকি প্রবণতা খুব বেড়ে যায় যার ফলে সরকারি কর্মচারীদের মধ্যে ক্লান্তির পরিবেশ চারদিকে ঘিরে ধরে। কিন্তু সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের এমন একটা সহযোগিতার পরিবেশ গড়ে তোলা হয় বা রচনা করা হয় যেখানে থাকে কম ঝুঁকি আর থাকে না স্বজনপোষণের মানসিকতা, কাজের দীর্ঘসূত্রিতা এবং তছরুপের মানসিকতা।

বর্তমান দিনে সরকারি তহবিলের উপর অত্যধিক চাপ কমানোর জন্য অর্থাৎ বিকল্প অর্থায়নের জন্য সরকারকে ; সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের উপর অধিকতর জোর দিতে দেখা যাচ্ছে। এতে সরকারি কোষাগারে যেমন চাপ কিছুটা লাঘব হচ্ছে তেমনি তার তছরুপের পরিমাণও বেশ খানিকটা সফলতার সাথে রদ করা যাচ্ছে। সরকারি কর্মচারীদের এখানে লাইন এজেন্সি থেকে সরাসরি স্টার এজেন্সিতে রূপান্তরিত হয়ে যাচ্ছে। সরকারি কর্মীদের কঠোর নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থেকে বেসরকারি কর্মীদের কাজ চালিয়ে যেতে হয়। যার ফলে তাদের প্রতিষ্ঠানের সুনামের দিকে নজর দেওয়া দরকার হয়ে পড়ে। এটা কোম্পানির কাছে একটা সম্মানের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই জনগণ আরো ভালো পরিষেবার স্বাদ নিতে পারে।

তবে একথা কোনভাবেই অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে ভারতে জল, বিমানবন্দর, মহাসড়ক, মেট্রোরেল, শিক্ষা, হাসপাতলে পিপিপি বিনিয়োগের বেস খানিকটা সুযোগের সম্ভাবনা রয়েছে। আর ভারতবর্ষ এই সুযোগকে যথাযোগ্যভাবে কাজে লাগাতে পারলে জিপিপি প্রবৃত্তির উর্ধ্বমুখী অর্জনের দিকে আরও বেশ কয়েক ধাপ অনায়াসে সাফল্যের সাথে এগিয়ে যাবে। শুধু ভারতবর্ষ নয় বর্তমান বিশ্বের বহু দেশ পিপিপি উদ্যোগের সফল রূপায়নের জন্য প্রশ্নাতীত ভাবে কাঙ্খিত উন্নয়নের মুখ দেখছে। আর এখানেই শেষ নয়, দিনদিন এই উদ্যোগে সফল দেশের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। একথা অবশ্যই আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে পিপিপি মডেলকে শুধুমাত্র প্রয়োগত পর্যায়ে প্রাথমিক স্তরে রাখলেই চলবে না, কার্যকর ফল লাভের জন্য প্রয়োজন যুগোপযোগী ভাবে তার সফল বাস্তবায়ন। আর তা না হলে কাঙ্খিত ফল লাভ কখনোই হাতের তালুতে ধরা দেবে না। যদি আমরা পিপিপি মডেল-এর দ্বারা সাফল্য লাভ কারি দেশগুলোর দিকে একবার ফিরে তাকায় তাহলে আমরা সহজেই দেখতে পাবো যে প্রাতিষ্ঠানিক ও আইনগত কাঠামোর মধ্যে থেকেই তারা ওই মডেল গ্রহণ করেছে এবং যার সফলতার হাত ধরে অনায়াসেই উন্নয়নের চূড়াতে উঠে এসেছে। আমরা যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব যে কাঠামোগত উন্নয়ন গতিশীলতা প্রদান করেছে পিপিপিকে। এই সব সরকারি প্রকল্পের খাতে বিদেশি উদ্যোক্তাদের পাশাপাশি দেশীয় উদ্যোক্তারা বিনিয়োগের ব্যাপারে এগিয়ে আসছে, আসার আগ্রহ ক্রমশ জোরালো ভাবে দেখাচ্ছে ভারতবর্ষের পিপিপিতে অংশ হবার জন্য। ভারতবর্ষের পিপিপিতে আগ্রহ দেখিয়ে বিনিয়োগ করছে রিলায়েন্স, টাটা, মহেন্দ্রা সহ আরও বেশ কয়েকটি সুপ্রতিষ্ঠিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ। একইসঙ্গে জাপান কানাডা, সোভিয়েত, রাশিয়া, ইংল্যান্ড, আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশ সমূহ। এক্ষেত্রে আমাদের দেশ অর্থাৎ ভারতবর্ষ খুব একটা পিছিয়ে নেই। ভারতবর্ষ এই কারণে বাংলাদেশ, আফগানিস্তান, ফিজি ও ব্রাজিল প্রভৃতি সব দেশের পিপিপিতে নিজেকে যুক্ত করেছে এবং বেশ কয়েকটি প্রকল্পের চূড়ান্ত খসড়াতে ইতিমধ্যে স্বাক্ষর করে ফেলেছে, যার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রকল্প বাস্তবায়নের পথে যা শুধু সময়ের অপেক্ষা। এবং এটা আশা করা হচ্ছে যে ভবিষ্যতে বিদেশে আরও বেশিসংখ্যক প্রকল্পে ভারতের টাটা, মহিন্দ্রা, জিও যে অংশগ্রহণ করবে তা জোর দিয়ে বলা যেতেই পারে। আর এই বেসরকারি সংস্থাগুলির সফলতার হার ভারতবর্ষের উন্নয়নের মাপকাঠিতে ক্রমশ উর্ধ্বগতি সম্পন্ন হয়ে উঠছে। যার দ্বারা উন্নত ভারতবর্ষের স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হবে।

পিপিপি প্রকল্পে বিনিয়োগ করে যাতে করে অনায়াসে বিনিয়োগকারীরা লাভবান হতে পারেন সেই কথা ভেবে আমাদের দেশে, দেশীয় বিনিয়োগকারীদের জন্য বেশ কিছু চমকপ্রদ সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। এ লক্ষ্যে ভারতবর্ষের পিপিপি প্রকল্পে বিনিয়োগকারীদের কারিগরি সহায়তার বিপরীতে যেমন অর্থায়নের কথা ভাবা হয়েছে ঠিক তেমনি ভাবে আর্থিক সাহায্য দিয়ে আর্থিক সামর্থ্য ঘাটতিতে অর্থায়নের কথাটিকেও গুরুত্ব দিয়ে সরকার ভাবছে। এখানেই শেষ নয় পাশাপাশি সরকার, প্রকল্প কোম্পানিগুলিকে ঋণের বিপরীতে নানাভাবে অর্থায়নের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করছে। সাথে পিপিপি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো কর্মকাণ্ডের বিপরীতে অর্থায়ন এবং মূল্য সংযোজন কর সহ আরো অন্যান্য অব্যাহতি প্রদান প্রভৃতির দ্বারা দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলিকে আকৃষ্ট করে তুলছে সরকারি পরিষেবা মূলক কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করার জন্য। যা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে শূন্য ক্ষতির মানসিকতাকে প্রামাণ্য ধরে তারা তাদের কাজের রূপরেখা নির্মাণ করে চলেছে ঠিক যেমন বীজগণিতের ব্যবহৃত এক্স এর মানের মত। অর্থাৎ যতই তারা বিনিয়োগ করুক না কেন ক্ষতির সম্ভাবনা শূন্য বরং উপরি পাওনা হিসেবে বিনিয়োগকারীরা পেয়ে থাকেন বেশ খানিকটা উচ্চমানের দীর্ঘমেয়াদি মুনাফার ছাড়পত্র। সাফল্যের দ্বারা তারা পরবর্তীতে অন্যান্য সরকারি প্রকল্পে অনায়াসে অংশগ্রহণের ছাড়পত্র পেয়ে থাকেন।

এবার আমরা আসবো পিপিপি সেলের কথায় যেহেতু এটি সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের ব্যাপার সেহেতু এদের মধ্যে সমন্বয় সাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর তা না হলে সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব মূল উদ্দেশ্য অধরাই থেকে যাবে। আজ তার জন্য এই দুই সংস্থার মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি দূর করা একান্ত আবশ্যক, য়ার জন্য ভারত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ

এবং অভিনব কৌশল হলো পিপিপি সেলের উদ্ভাবন। শুধু সমন্বয় সাধন নয় পিপিপি সেলের মূল লক্ষ্য হলো ভারতে পিপিপিতে প্রবেশের জন্য উৎসাহিত করা। তার জন্য তাদেরকে নানা রকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে আশ্বাস প্রদান করা। এখানেই শেষ নয় পিপিপি যাতে ভারতে সুচারুভাবে তাদের কার্য সম্পাদন করতে পারে সেই জন্য ভারত সরকার ইন্ডিয়া ইনফ্রাস্ট্রাকচার ফিনান্স কোম্পানি লিমিটেড গঠন করেছেন। যা পরিকাঠামো ভিত্তিক প্রকল্প গুলির অর্থায়নের জন্য দীর্ঘ মেয়াদি ঋণ সরবরাহ করে থাকে। ভারত সরকার ২০০৭ সালে ইন্ডিয়া অবকাঠামো প্রকল্প উন্নয়ন তহবিল চালু করেছে যা ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত প্রকল্প ব্যয় বহন করে থাকে। এবার আমরা পিপিপি টুলকিট নিয়ে আলোচনা করবো যার উদ্দেশ্য হলো ভারতের স্থিত পিপিপি গুলির জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের উন্নত করা এবং যে পিপিপি গুলি বিকশিত হয়েছে তাদের মান উন্নত করা। এই টুলকিট-এর নির্মাণ করা হয়েছে এই জন্য যে যাতে করে কেন্দ্র রাজ্য এবং পৌর পর্যায়ে পিপিপি সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য। অবকাঠামোগত প্রকল্পগুলির টেকসই তা বাড়াতে সরকার পিপিপি প্রকল্প গুলির জন্য একটি ভায়াবিলিটি গ্যাপ তহবিল প্রকল্প নির্মাণ করেছে। প্রকল্পটি নির্মাণের পর্যায়ে সাধারণত মূলধন সরবরাহ করে থাকে। এই প্রকল্পটি মোট প্রকল্পের কুড়ি শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক সহায়তা সরবরাহ করে থাকে।

ভারতবর্ষের আপামোর জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের লক্ষ্য সহ অর্থনৈতিক উন্নয়নকে গতিশীল করে গড়ে তোলা সহ সরকারের রচিত রূপকল্প ২০২৫ বাস্তবায়নের অভিপ্রায়ে দেশের কাঠামোগত উন্নয়নে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করার কাজে পিপিপি ভারতবর্ষের আধুনিক জনপ্রশাসনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। আমার মনে হয় প্রতিটি বাজেটে যদি পিপিপির জন্য বরাদ্দের ধারাবাহিকতা পিপিপি আরো বেশি শক্তি অর্জন করতে পারবে। তাহলে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার পরিবেশ গড়ে উঠবে। যার প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে আমরা টেন্ডার নেওয়ার আবেদন পত্রের দরকষাকষির মাধ্যমেই তার কার্যকরিতার সুফল দেখতে পাই। পিপিপির মাধ্যমে গৃহীত প্রকল্পের সাফল্যে বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই উন্নত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভব হবে। উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে দীর্ঘমেয়াদি উন্নয়নের উচ্চ মানসিকতা বজায় রাখতে পিপিপি প্রকল্পের ভিত্তিকে আরও শক্ত জমি দেওয়া দরকার। আর আমরা যেহেতু সবাই জানি যে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ মুনাফা অর্জনের দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে তাই পিপিপির সফলতা অর্জনের মাপকাঠিগুলো সফল অর্থায়নের উপর নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে এই অর্থায়নের কাজটি করে থাকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক গুলি।এই পদ্ধতিটি আরো গতিশীলতা পাবে যদি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পাশাপাশি ভারতীয় বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো এক্ষেত্রে বিনিয়োগ করতে সহমত পোষণ করে। বিদেশি অর্থায়নের পথকে আরো বেশি সুগম করতে পারলে বেসরকারি বিনিয়োগকারীদেরকে আরো বেশি করে খুব সহজেই এই বিষয়টির উপর আকৃষ্ট করা যাবে। সরকারি ও বেসরকারি খাতকে একত্রিত করে সরকার একটি উইন উইন মানসিকতা নির্মাণ করতে পিপিপির আশ্রয় নিয়েছে। যার জন্য প্রথমে স্বচ্ছতা, পর্যবেক্ষণ ও সুশাসন এর পরিবেশ নির্মাণ করা প্রয়োজন। যাতে করে সরকারি বেসরকারি সংস্থা সমূহ উভয়েই সমান ভাবে উপকৃত হতে পারে নিজ নিজ ক্ষেত্রে। একটি পরিষেবা গত দিক দিয়ে আর অপরটি মুনাফা গত দিক থেকে। আর এই পরিবেশ তখনই সম্ভব হবে যখন সরকারি বেসরকারি সংস্থাগুলো নিজেদের পরিচিত রূপের কিছুটা মার্জিত ও সংস্কার সাধনের মাধ্যমে নতুন রূপে নিজেদেরকে অলংকৃত করতে পারবে। সাথে সাথে মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়ে সরকারি সংস্থাগুলো বিনিয়োগের ব্যাপারে ব্যাংকগুলোকে উৎসাহিত করবে। আর এক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলোকে কিছুটা কম সুদের ডালি নিয়ে বিনিয়োগকারীদের সামনে এগিয়ে আসতে হবে। যা বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগের পালে গতি সঞ্চার করবে। এর পাশাপাশি তারা চড়া সুদের অনিশ্চয়তার অশনিসংকেত থেকেও নিজেদেরকে মুক্ত করতে পারবে। যা বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সামনে অতি আগ্রহের মানসিকতা উৎপাদনে সাহায্য করবে।

সাধারণত এটা মনে করা হয়ে থাকে যে ভারতে রয়েছে একটি আকর্ষণীয় বিশাল শ্রম বাজার। আর এই শ্রমবাজারের উর্বর জমিতে ফলিত হতেদেখা যায় প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী দক্ষ মানব সম্পদের। যেখানে কম পারিশ্রমিকের বিনিময়ে প্রচুর কায়িক শ্রমের সমুদ্র ভান্ডার বিদ্যমান। যাদেরকে আবার বেসরকারি বিনিয়োগকারীরা নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পদ ভাবে এবং সেই মতো তাদের সাথে আচরণ করে থাকে। আর এখানেই রয়েছে বেসরকারি বিনিয়োগের একটি বিরাট সম্ভাবনার উর্বর প্রান্তর। আর এই রকম একটি পরিবেশের ভিত্তিভূমি দরকার বেসরকারি বিনিয়োগ বান্ধুদের জন্য। আর ভারত সরকার তথ্যসহ বিভিন্ন রাজ্য সরকারগুলি বিনিয়োগকারীদের জন্য ক্রমান্বয়ে প্রদান করেই চলেছে বিভিন্ন ওয়ানস্টপ সুযোগ-সুবিধা। যা বিনিয়োগকারীদের জন্য সব ধরনের সেবা এক ছাতার নিচে আনাই এর মূল লক্ষ্য। ফলে বিনিয়োগ কারিরা এক জায়গায় অর্ধশতাধিক ধরনের সেবার সুবিধা ভোগ করতে পারবে। অকারনে বিভিন্ন কার্যালয়ের টেবিলে টেবিলে চক্কর কাটতে হবে না। অনলাইনে মাধ্যমে সমস্ত সুযোগ সুবিধা তৎসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক সেবার সন্ধান পাওয়া যাবে। বিনিয়োগকারীদের কোন সেবা কত দিনের মধ্যে দিতে হবে তা বিধি দিয়ে নির্ধারণ করা হবে।

সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব কয়েকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হিসেবে প্রথমেই আমরা মুন্দ্রা আল্ট্রা মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্প কথা তুলে ধরতে পারি। এটি ভারতের গুজরাট রাজ্যের কচ্ছের জেলাতে অবস্থিত। এই সংস্থাটি টাটা পাওয়ার এর অধীনে পরিচালিত। প্রকল্পের মোট সক্ষমতা ৪,০০০০ হাজার মেগাওয়াট এবং এব পাঁচটি ইউনিট যার প্রতিটি ৫০০ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন। পরবর্তীতে আছে সাসান আল্ট্রা মেগা পাওয়ার স্টেশন। যেটি ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত এবং রিলায়েন্স এর মালিকানাধীনে পরিচালিত। জিন্দাল তমন্নার তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি ভারতের ছত্রিশগড় রাজ্যের রায়গড় জেলায় অবস্থিত। এটি জিন্দাল ইস্পাত ও বিদ্যুতের একটি সহায়ক সংস্থা। কৃষ্ণপট্টনম আল্ট্রা মেগা বিদ্যুৎ প্রকল্প এটি ভারতের অন্ধ্র প্রদেশ রাজ্যে অবস্থিত পাওয়ার অভিভাবক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত। এছাড়াও আছে এল এন টি মেট্রোরেল হায়দ্রাবাদ লিমিটেড, কে এস কে মহানদী বিদ্যুৎ প্রকল্প, জি এম আর কিষানগড় উদয়পুর আহমেদাবাদ এক্সপ্রেস ওয়েভস লিমিটেড, বেঙ্গালুরু কেম্পেগৌড়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, হাপুর বাইপাস এনএইচ নয় হাপুর মুরাদাবাদ, ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, এনডে ২৭৫ এর অংশ নিভগত্তা মহীশুরের ছয় স্তর লেন, কাকিনাদা গ্যাটওয়াই পোর্ট প্রভৃতি হলো সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ভারতের সফল নিদর্শন।

কোনো দেশ ততক্ষণ পর্যন্ত উন্নত হবে না যতক্ষণ না তার অবকাঠামোর যথাযথ ব্যবহার না হয়। যদি ভারতকে উন্নত দেশের সাথে তুলনা করা হয় তবে দেখতে পাবো যে আমাদের অবকাঠামো ততটা উন্নত নয় যতটা হওয়া উচিত ছিল। সেই জন্য সরকার আর তা সেই কেন্দ্রীয় সরকার

হোক বা রাজ্য সরকার বর্তমানে খুব বেশি নজর দিচ্ছে এই ব্যাপারটির উপর যাতে করে খুব সহজেই অবকাঠামোগত উন্নয়নের একটা ভালো জায়গাতে পৌঁছানো যায়। যাতে করে আমরা অবকাঠামোগত দিক দিয়ে উন্নয়ত দেশের অবকাঠামোর সমকক্ষ হতে পারি। এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে চর্চিত বিষয় হলো পিপিপি। আর আমরা সবাই মোটামুটি এই বিষয়টি সম্পর্কে কমবেশি অবগত যে, যখন আমাদের দেশে ১৯৯১ সালে এলপিজি মডেল আসে তখন থেকে তার মূল উদ্দেশ্যই ছিল আমাদের দেশের অর্থনীতিকে আরো বেশি উদারীকরণ করা। যা সম্ভব শুধুমাত্র বেসরকারীকরনের মধ্য দিয়েই। তাই আমাদেরকে অনেক বেশি বেসরকারিকরণের দিকে মনোনিবেশ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে পুঁজির যথাযথ যোগানের অভাবের জন্যই, সরকার জনগণকে উন্নত পরিষেবা দিতে পারে না। সেই সঙ্গে আছে দক্ষ নীতিনির্ধারকের যথেষ্ট অভাব, আছে নানা রকম কাজের চাপ, দাবি-দাওয়া ও অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞের অভাব। আর এই অভাব গুলো একমাত্র মেটানো সম্ভব সরকারি বেসরকারি অংশীদারিত্ব দ্বারা। কারণ আমরা জানি বেসরকারি বিনিয়োগকারীদের সাথে থাকে উন্নত বিশেষজ্ঞের সদস্যরা। কারণ তারা যখন বেসরকারি সংস্থার সাথে কাজ করেন তখন তাদের সংস্থাটির গুণগত বিষয়টির উপর যেমন জোর দিতে হয় ঠিক তেমনি গুরুত্ব দিয়ে মাথায় রাখতে হয় সংস্থার কাজের গুণমানের বিষয়টিকেও। ফলে স্বাভাবিকভাবেই নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন ও তার সফল ব্যবহারে তারা বেশ কিছুটা এগিয়ে। যার দ্বারা বিশ্বায়নের দিনে বিভিন্ন দেশগুলির মধ্যে যে অসম প্রতিযোগিতা বিদ্যমান পরিপেক্ষিতে আমাদের যে অবস্থান আছে সেখান থেকে আমরা আরো বেশ কয়েক ধাপ সামনের দিকে এগিয়ে যাব। তাই পিপিপি মডেল ভারতে আনার পেছনে সব চেয়ে বড় কারন ছিল এটি। এছাড়াও আছে রিস্ক শেয়ারিং বিটুইন পাবলিক সেক্টর এন্ড প্রাইভেট সেক্টর। তবে ১৯৯১ সালের পর এই বিষয়ে আস্তে আস্তে পথ চলতে শুরু করা শিশুটি ২০১১ সালে পিকআপ নিতে শুরু করে কমার্শিয়াল লিগেল এগ্রিমেন্ট মাধ্যমে সরকার একে ফরমালি বুস্টার করতে শুরু করে ২০১২ সালে। এই বিষয়টিকে অনুসরণ করে কেন্দ্রীয় সরকার এবং মনমোহন সিংয়ের নেতৃত্বে সরকারি নিজস্ব জমিতে যেসব প্রতিবন্ধকতা ছিল সেই গুলোকে সরিয়ে বেসরকারি সংস্থাগুলোকে প্রবেশাধিকারের ছাড়পত্র দেন, যাতে করে বেশিসংখ্যক বেসরকারি সংস্থা সরকারি উন্নয়নমুখী কার্যাবলীতে অংশগ্রহণ করতে পারে। সর্বোপরি ভারতের অবকাঠামোকে আরো বেশী আধুনিক করে গড়ে তুলতে পারে।

তথ্যসূত্র

1. অবস্তী এন্ড মহেশ্বরী (২০১৫), "পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন", লক্ষীনারায়ন আগরওয়াল প্রকাশক : আগ্রা।
2. অরোরা, রমেশ, কে এন্ড গোয়াল, রজনী (২০১৯), "ইন্ডিয়ান পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন - ইনস্টিটিউশনস অফ ইস্যুজ", ইচ্ছায় প্রকাশন : নতুন দিল্লি।
3. ভট্টাচার্য, মোহিত (২০১৬), "পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন", জওহর প্রকাশক : আগ্রা।
4. জয়াল অ্যান্ড পাই (২০১৭), "ডেমোক্রেটিক গভরর্নেন্স ইন ইন্ডিয়া", সেজ পাবলিকেশন : নিউ দিল্লি।
5. চক্রবর্তী বিদ্যুৎ এন্ড ভট্টাচার্য মোহিত পাবলিক, "পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন : এ রিডার", অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস : নিউ দিল্লি।
6. ভাব, নুরজাহান (২০১৮), "পিপলস পার্টিসিপেশন ইন ডেভেলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ইন্ডিয়া", ইউপাল পাবলিশিং হাউস : নিউ দিল্লি।
7. ভট্টাচার্য, মোহিত (২০১৯), "ডেভলপমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন", জওহর পাবলিশার : নিউ দিল্লি।
8. "ইন্ডিয়ান জার্নাল অফ পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন", জুলাই ২০১৮